সংবাদ

তারিখ 15 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

নর্থ সাউথের শতাধিক শিক্ষার্থী নিখোঁজ

রাকিব উদ্দিন

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) শতাধিক শিক্ষার্থী নিখোঁজ। এদের কেউ কেউ মাঝে-মধ্যে ক্যাম্পাসে উপস্থিত হয়। আবার অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের গতিবিধিও সন্দেহজনক। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) একটি প্রতিনিধিদল গতকাল এনএসইউ ক্যাম্পাস পরিদর্শন করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন দলকে এ তথ্য জানায় বলে এক কর্মকর্তা সংবাদকে জানিয়েছেন।

তবে নর্থ সাউথে পড়ুয়া বিদেশি শিক্ষার্থী ও বিদেশি শিক্ষকরা কোথায় থাকেন, কোন দেশের নাগরিক এসব সম্পর্কে কোন তথ্য-উপাত্ত দেয়া হয়নি ইউজিসির পরিদর্শন দলকে। তারা এক সপ্তাহের মধ্যে এ তথ্য চাইলে এনএসইউ কর্তৃপক্ষ তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এনএসইউ শিক্ষার্থীরা ব্যাপক হারে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে ইউজিসি দলটি ওই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইউজিসির এক কর্মকর্তা বলেন, 'নিখোঁজ শিক্ষার্থীদের নিয়েই আমাদের সন্দেহ। কারণ তাদের নিখোঁজের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে কোন তথ্য নেই।'

ইউজিসি প্রতিনিধিদলকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্য

বিদেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের তথ্য দেয়া হয়নি

গতকাল দুপুরে চার সদস্যের ইউজিসির একটি প্রতিনিধিদল রাজধানীর বসুন্ধরায় অবস্থিত এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যান। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কমিশনের সদস্য দিল আফরোজা বেগম, শাহনেওয়াজ আলি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের উপ-পরিচালক জেসমিন পারভীন ও জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক বিষ্ণু মল্লিক।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে অধ্যাপক শাহনেওয়াজ আলি সংবাদকে বলেন, 'আমরা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। তবে বিস্তারিত বলতে পারব না।'

তবে এনএসইউ কর্তৃপক্ষ শতাধিক শিক্ষার্থী নিখোঁজের ব্যাপারে তথ্য দিয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে ভালো বলতে পারবেন আমাদের উপ-পরিচালক (গণসংযোগ)।'

ইউজিসির গণসংযোগ কর্মকর্তা ওমর ফারুক সাংবাদিকদের প্রায় একই কথা বলেন, 'ইউজিসির একটি তদন্ত কাজের অংশ হিসেবে তারা সেখানে গিয়েছেন।'

শতাধিক শিক্ষার্থীর নিখোঁজের ব্যাপারে জানতে চাইলে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির **শতাধিক** : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শতাধিক : শিক্ষার্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য বেনজীর আহমেদ সংবাদকে বলেন, 'আগে অনেক শিক্ষার্থী এক সেমিস্টার গ্যাপ (বিরতি বা অনুপস্থিত) দিয়ে রিলাক্স, গবেষণা, প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতার জন্য বিদেশে জব করা ও ভাষা শিক্ষা কোর্সে ভর্তির জন্য বিদেশে চলে যেত। এসব কারণে কিছু শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকে। কেউ কেউ অনিয়মিতও ছিল। তবে এখন থেকে কেউ আর অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। আমরা কঠোর পদক্ষেপ নিতে বলেছি।'

ইউজিসির পরিদর্শন দলটি গতকাল এনএসইউর উপাচার্য প্রফেসর আতিকুল ইসলাম, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ও পরিচালকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের চলাফেরা, একাডেমিক কার্যক্রম ও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখেন। এ সময় ইউজিসির কর্মকর্তারা লাইব্রেরি, বিভিন্ন অনুষদের দায়িত্বে কারা আছেন তাদের সম্পর্কে জানতে চান। এছাড়া জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত শিক্ষার্থীদের সহপাঠীদের সঙ্গেও কথা বলেছে পরিদর্শন দলটি।

ইউজিসির এক কর্মকর্তা জানায়, বাংলাদেশে পড়ুয়া বিদেশি শিক্ষার্থী ও কর্মরত শিক্ষকদের ব্যক্তিগত তথ্য, পাসপোর্ট, ভিসা, ওয়ার্ক পারমিটসহ আনুষঙ্গিক অন্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তার ওয়ার্ক পারমিট আছে কীনা এবং শিক্ষার্থীরা কোন খারাপ কাজে জড়াচ্ছে কীনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

একটি উদাহরণ দিয়ে ওই কর্মকর্তা বলেন, 'সম্প্রতি রাজধানীতে ছিনতাই করার সময় ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির তিনজন নাইজিয়ান ছাত্রকে আটক করে পুলিশ। পরে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।'

ইউজিসির ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী বিভিন্ন দেশের এক হাজার ৬৪৩ জন শিক্ষার্থী দেশের ২৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে এক হাজার ২৬৫ জন, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (আইআইইউসি) ৭৯ জন, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ৫২ জন, নর্থ সাউথে ৪৬ জন, আমেরিকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ৩২ জন, ব্র্যাকে ২১ জন, ইস্ট ওয়েস্টে ১৫ জন, আহসানউল্লাহ ইউনিভার্সিটিতে তিনজন বিদেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে।

ইউজিসির এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশে ইতিহাস পড়ান দুই বিদেশি শিক্ষক। এদের ওয়ার্ক পারমিট নেই। এজন্য তারা আদৌ কী করছেন তা খতিয়ে দেখা হবে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় অর্ধশত বিদেশি শিক্ষার্থীর মধ্যে পাকিস্তানের ১০ জন, মধ্যপ্রাচ্যের দুটি দেশের ১৩ জন শিক্ষার্থী আছে। এই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাংলাদেশ ও বিদেশের কাদের যোগাযোগ রয়েছে, এরা কোথায় থাকে, এদের মুভমেন্ট (গতিবিধি) কী- সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে।

গত বছরের ১৯ অগাস্ট জঙ্গিবাদী কার্যক্রম এবং আর্থিক অনিয়ম বিষয়ক তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এনএসইউ পরিদর্শন করেছিল ইউজিসি প্রতিনিধিদল। ওই দলের এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাংবাদিকদের বলেন, সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু নিষিদ্ধ জঙ্গিবাদী বই পাওয়া গিয়েছিল।

পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর এই বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পাঠানো হলেও ইউজিসিকে কিছু জানানো হয়নি।

সর্বশেষ গত ১ জুলাই গুলশানে হামলাকারী জঙ্গিদের সবাই বেশ কয়েক মাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন, যাদের মধ্যে নিবরাস ইসলাম ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ছাত্র। এছাড়া গুলশানে উদ্ধার জিম্মিদের মধ্যে আবুল হাসনাত রেজা করিমও ছিলেন এনএসইউর সাবেক শিক্ষক, যাকে এক ভিডিওর সূত্র ধরে ওই ঘটনার অন্যতম মূল হোতা হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে। কারণ জঙ্গি হামলার সময় তাকে অস্ত্র হাতে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় একটি সিসিটিভির ভিডিওতে। পরে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়ার কথা বললেও পরিবার বলছে, তাকে তারা ফিরে পায়নি।

গুলশানে জঙ্গি হামলার এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় হামলা চালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় এনএসইউর আরেক ছাত্র আবীর রহমান। সেও চার মাস আগে নিখোঁজ হয় বলে তার পরিবারের ভাষ্য।

গুলশান ও শোলাকিয়ার ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে নিখোঁজ যে ১০ জন যুবকের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, এর মধ্যে জুন্ন শিকদার এবং বাসারুজ্জামানও এনএসইউর সাবেক ছাত্র।

জঙ্গি ও উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডে এনএসইউ ছাত্রদের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রথম দেশব্যাপী আলোচনায় আসে ২০১৩ সালে ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার হত্যার ঘটনায়। ওই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার সাদমান ইয়াসির মাহমুদ, এহসান রেজা রুম্মান, ফয়সাল বিন নাঈম দীপ, নাঈম ইরাদ, মাকসুদুল হাসান অনিক ও নাফিজ ইমতিয়াজ সবাই ছিলেন এনএসইউর ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী। এরপর ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে নাশকতার চেষ্টায় গ্রেফতার রেজওয়ানুল হাসান নাফিসও নর্থ সাউথের ছাত্র ছিলেন।

দেশের ১৮ জন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ১৯৯২ সালে বেসরকারি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক আছেন প্রায় ছয়শ'।